জাতিসংঘ নির্দেশিত বর্ষ ও দশক পালন

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী ২২ মার্চ বিশ্ব মিঠা পানি দিবস এবং ২০০৩ সালটি মিঠা পানির আন্তর্জাতিক বছর। সুতরাং এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির বর্ধিত দায়িত্ব পালনে ইউনিক ঢাকাকে স্বাভাবিকভাবেই সচেষ্ট হতে হয়। বাংলাদেশে একটি সেমিনারের মাধ্যমে দিবসটি পালন ও আন্তর্জাতিক বছরটি উদ্বোধন করা হয়। টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত মিডিয়া নেটওয়ার্কের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় তথ্য কেন্দ্র ও ইউনিসেফ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সেমিনারটির আয়োজন করে। গণমাধ্যম, এনজিও, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর বহু সংখ্যক প্রতিনিধি এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে এতে যোগদান করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ইউনিসেফ প্রতিনিধি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক পরিবেশ সংক্রান্ত এনজিও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের পানি খাত প্রধান, তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও টেকসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত মিডিয়া নেটওয়ার্কের চেয়ারপারসন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে এই ফলপ্রসূ সেমিনারে ভাষণ দেন। কেন্দ্রের কর্মকর্তা এই উপলক্ষে প্রদত্ত মহাসচিবের বাণীও পাঠ করে শোনান।

মিঠা পানি সংক্রান্ত প্রচারে তথ্য কেন্দ্র আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত এ বছরের জানুয়ারি মাসের নিউজলেটারটি ছিল আন্তর্জাতিক মিঠা পানি বর্ষ সম্পর্কিত একটি বিশেষ সংখ্যা। তথ্য কেন্দ্রের তরফ থেকে এ বছরেরই মধ্যভাগে মিঠা পানি বিষয়ক দুটি প্রতিবেদন বেতারে সম্প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত ২২ মার্চ বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি ও ৩১ মার্চ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত এনজিও ফোরামের উদ্যোগে বিশ্ব পানি দিবস পালন উপলক্ষে যে দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোতেও তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা যোগদান করেন এবং ভূমিকা রাখেন।

২০০৩ সালে জাতিসংঘ সাক্ষরতা দশক প্রধানত ইউনেস্কোর উদ্যোগে পালিত হয়। তবে তথ্য কেন্দ্রটিও এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখে। কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ফেব্রুয়ারি মাসের নিউজলেটার সংখ্যাটি জাতিসংঘ সাক্ষরতা দিবসের ওপর নিবেদিত করা হয়।

cieZx wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“